মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর দরবার
৩৭তম জাতীয় সমাবেশ-২০১৭ বাংলাদেশ আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনী

ভাষণ

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী

শেখ হাসিনা

আনসার-ভিডিপি একাডেমি, সফিপুর, গাজীপুর, রবিবার, ৩০ মাঘ ১৪২৩, ১২ ফেব্রুয়ারি ২০১৭

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম

সহকর্মীবৃন্দ,

আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনীর মহাপরিচালক,

আনসার ও ভিডিপি'র কর্মকর্তা ও সদস্যবৃন্দ এবং

উপস্থিত সুধিমন্ডলী,

আসসালামু আলাইকুম।

আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনীর ৩৭তম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী উপলক্ষে আপনাদের আবারও জানাই আমার আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন। প্রতিষ্ঠা বার্ষিকীর এই আয়োজনে আপনাদের মাঝে উপস্থিত হতে পেরে আমি অত্যন্ত আনন্দিত।

মহান ভাষা আন্দোলনের এ মাসে শুরুতেই আমি শ্রদ্ধা জানাই আমাদের ভাষা শহীদদের অম্লান স্মৃতির প্রতি। আমি গভীর শ্রদ্ধার জানাই সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে। যাঁর সুযোগ্য নেতৃত্বে আমরা পেয়েছি স্বাধীনতা। আমি আরও স্মরণ করছি, জাতীয় চার নেতা, ৩০ লাখ শহীদ ও ২ লাখ সম্ভ্রমহারা মা-বোনকে।

প্রিয় কর্মকর্তা ও সদস্যবৃন্দ,

আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনী দেশের সর্ববৃহৎ আইন-শৃঙ্খলা বাহিনী। জনগণের বাহিনী হিসেবে এ বাহিনীর রয়েছে গৌরবময় ঐতিহ্য।

মহান মুক্তিযুদ্ধে এ বাহিনীর গৌরবোজ্জ্বল ভূমিকা রয়েছে। জাতির পিতার ডাকে সাড়া দিয়ে ১৯৭১ সালে এই বাহিনীর বহু সদস্য মহান মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন। অনেকে সম্মুখ সমরে অংশ নিয়েছেন। আবার অনেকে প্রশিক্ষক হিসেবে কাজ করেছেন। এ বাহিনীর ৬৭০ জন সদস্য শহীদ হন। আমি তাঁদের রুহের মাগফিরাত কামনা করছি।

মুক্তিযুদ্ধের শুরুতেই আনসার বাহিনীর ৪০ হাজার থ্রি নট থ্রি রাইফেল মুক্তিযোদ্ধাদের মধ্যে বিতরণ করা হয়। এ অস্ত্র দিয়েই পাক বাহিনীর বিরুদ্ধে প্রথম প্রতিরোধ যুদ্ধ গড়ে তোলা সম্ভব হয়।

মেহেরপুরের মুজিবনগরে বাংলাদেশের অস্থায়ী সরকারকে 'গার্ড অব অনার' প্রদান করেন এ বাহিনীর ১২ জন সদস্য। যা ছিল এ বাহিনীর জন্য অত্যন্ত গৌরবের।

জনজীবন ও জনসম্পদের নিরাপত্তা রক্ষায় আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনী গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছেন। জাতীয় সংসদ ভবন, নির্বাচন কমিশন ও সচিবালয়ের মত গুরুত্বপূর্ণ দপ্তরসমূহেও সুনামের সাথে নিরাপত্তায় দায়িত্ব পালন করছে এ বাহিনী।

সহস্রাধিক শিল্প কারখানার সম্পদের নিরাপত্তায়ও নিয়োজিত রয়েছেন আপনারা। এছাড়া, ঈদ, পূজা-পার্বন এবং জাতীয় নির্বাচনসহ সকল নির্বাচন ও জাতীয় অনুষ্ঠানের নিরাপত্তায় এ বাহিনীর সদস্যগণ সততা ও নিষ্ঠার সাথে দায়িত্ব পালন করে আসছেন।

উপস্থিত কর্মকর্তা ও সদস্যবৃন্দ,

বাংলাদেশ এখন উন্নয়নের মহাসড়কে অগ্রসরমান। কোন ষড়যন্ত্রই আমাদের এই অগ্রযাত্রা রুখতে পারবে না। ডিজিটাল বাংলাদেশ এখন বাস্তবতা। আমাদের জিডিপি এখন ৭.১ ভাগ। রিজার্ভের পরিমাণ ৩২ বিলিয়ন ডলার। রপ্তানি আয় ৩৫ বিলিয়ন ডলার ছাড়িয়ে গেছে।

মাথাপিছু আয় ১ হাজার ৪৬৬ ডলার। দারিদ্র্য অর্ধেকের বেশি কমিয়ে ২২.৪ ভাগে নামিয়ে এনেছি। শিক্ষার হার এখন ৭১%। মানুষের গড় আয়ু ৭১ বছর। সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারিদের বেতন ১২৩% বাড়িয়েছি। বিদ্যুৎ উৎপাদন ক্ষমতা এখন ১৫ হাজার ৩০০ মেগাওয়াট। বর্তমানে দেশের ৭৮% মানুষ বিদ্যুৎ পাচ্ছে।

এবছর ৩৬ কোটি ২১ লাখ ৮২ হাজারসহ আমাদের সরকার গত ৮ বছরে ২২৫ কোটি বই বিনামূল্যে বিতরণ করেছে। আমার সরকার দেশের ২৬ হাজার ১৯৩টি বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় জাতীয়করণ এবং এসব বিদ্যালয়ের ১ লাখ ৩ হাজার ৮৪৫ জন শিক্ষকের চাকুরি সরকারি করেছে।

নিজস্ব অর্থায়নে পদ্মা সেতু নির্মাণ, গভীর সমুদ্রবন্দর নির্মাণ, পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র, কয়লা ভিত্তিক বিদ্যুৎ প্রকল্প, মেট্রোরেল প্রকল্প, চার লেন রাস্তা, আন্তঃদেশীয় রেল প্রকল্প এবং এলএনজি টার্মিনাল নির্মাণের উদ্যোগ নিয়েছি। বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট নিক্ষেপণ ও কর্ণফুলি নদীর তলদেশে প্রথম টানেল নির্মাণের কাজ চলছে।

শিক্ষা, স্বাস্থ্য, কৃষি, যোগাযোগ, তথ্য-প্রযুক্তি, শিল্প, ব্যবসা-বাণিজ্যসহ আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের প্রতিটি ক্ষেত্রে বাংলাদেশ এখন বিশ্বে 'রোল মডেল'। ২০২১ সালের আগেই আমরা বাংলাদেশকে মধ্যম আয়ের এবং ২০৪১ সালের মধ্যে উন্নত-সমৃদ্ধ দেশে পরিণত করব, ইনশাআল্লাহ।

কর্মকর্তা ও সদস্যবৃন্দ,

আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনীর সবচেয়ে বড় শক্তি প্রশিক্ষণ। প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে একদিকে আপনারা তৈরি করছেন শারীরিকভাবে দক্ষ ও চৌকস নিরাপত্তাকর্মী, অপর দিকে কারিগরি ও কর্মমুখী প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে তৈরি করছেন দক্ষ জনশক্তি। দেশের অর্থনীতিতে এভাবে আপনারা রাখছেন গুরুত্বপূর্ণ অবদান। দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে কারিগরি ও কর্মমুখী প্রশিক্ষণের বিকল্প নেই। সেই সাথে জননিরাপত্তা বিধানের মহান দায়িত্ব পালনের মাধ্যমে আপনারা হয়ে উঠেছেন সরকারের এক নির্ভরযোগ্য বাহিনী।

এছাড়া খেলাধুলা ও দেশীয় সংস্কৃতি চর্চার মাধ্যমে তরণ সমাজকে সন্ত্রাস ও জঙ্গিবাদ থেকে দূরে রাখতে আপনারা গুরম্নত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছেন। বর্তমান প্রেক্ষাপটে সন্ত্রাস ও জঙ্গিবাদ দমনে আপনারা আরও সচেতনভাবে প্রশিক্ষণার্থী নির্বাচন এবং প্রশিক্ষণ সময়কালীন তাদের উপর সতর্ক দৃষ্টি রাখবেন। আমার বিশ্বাস, আপনারা সবাই যদি সঠিকভাবে দক্ষতার সাথে এ সব বিষয়ে নজর রেখে দায়িত্ব পালন করেন, আমরা সন্ত্রাস ও জঙ্গিবাদ সম্পূর্ণভাবে নির্মূল করতে সক্ষম হবো, ইনশাআল্লাহ।

উপস্থিত কর্মকর্তা ও সদস্যবৃন্দ,

১৯৯৬-২০০১ মেয়াদে আমাদের সরকার আনসার-ভিডিপি বাহিনীর উন্নয়নে ব্যাপক কাজ করেছে। আমরা ব্যাটালিয়ন আনসারদের চাকুরি স্থায়ী এবং উপজেলা আনসার-ভিডিপি কর্মকর্তাদের ২য় শ্রেণীতে উন্নীত করি।

আনসার-ভিডিপি একাডেমিতে হাসপাতাল স্থাপনসহ সারাদেশে বেশকিছু বহুতল ব্যারাক নির্মাণ করা হয়। আমাদের সরকারের আমলেই আনসার-ভিডিপি বাহিনীকে জাতীয় পতাকা প্রদান করা হয়। বর্তমান মেয়াদেও এ বাহিনীর সার্বিক উন্নয়নের ধারাবাহিকতা রক্ষায় আমরা বদ্ধপরিকর।

আগামীতে আপনাদের জন্য একটি পূর্ণাঙ্গ জাতীয় কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র স্থাপন এবং খেলাধুলা ও সাংস্কৃতিক কর্মকান্ড পরিচালনা-প্রশিক্ষণের জন্য একটি ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক কমপ্লেক্স প্রতিষ্ঠার পরিকল্পনাও আমাদের আছে।

আমাদের সরকার আপনাদের প্রতি সর্বদাই সহানুভূতিশীল। আপনাদের সব ধরণের প্রয়োজন সম্পর্কে আমি অবহিত আছি। পর্যায়ক্রমে সকল সমস্যা সমাধান করা হবে।

কর্মকর্তা ও সদস্যবৃন্দ,

একটি শৃঙ্খলা বাহিনীর সদস্য হিসেবে শৃঙ্খলা ও নৈতিকতা মেনে চলা আপনাদের প্রধান দায়িত্ব। শৃঙ্খলা ভঙ্গ ও দায়িত্বে অবহেলা কোনভাবেই মেনে নেওয়া যায় না। আপনারা সঠিকভাবে, চেইন অব কমান্ড মেনে দায়িত্ব ও কর্তব্য পালনে সর্বদা সচেষ্ট থাকবেন।

আপনাদের বেতন-ভাতা ও সুযোগ-সুবিধা ইতোমধ্যে যথাসম্ভব বাড়ানো হয়েছে। আশা করি আপনারা কোন ধরনের অনিয়ম করবেন না এবং প্রশয়ও দেবেন না। এ বিষয়ে আমি আপনাদের সর্বদা সতর্ক থাকার পরামর্শ দিচ্ছি। আমাদের সরকার দুর্নীতি দমনে বদ্ধ পরিকর। এ ক্ষেত্রে সরকারকে সর্বাত্মক সহযোগিতা করা আপনাদের পবিত্র দায়িত্ব ও কর্তব্য।

প্রিয় কর্মকর্তা ও সদস্যবৃন্দ,

জননিরাপত্তা বিধানে আপনাদের মত সারা দেশে বিস্তৃত নেটওয়ার্ক কারও নেই। তাই জনগণের নিরাপত্তার যে গুরুদায়িত্ব আপনাদের উপর অর্পিত আছে তা প্রতিপালনে আপনারা সর্বদা সচেষ্ট থাকবেন। জঙ্গিবাদ ও সন্ত্রাস দমনে সঠিক দিকনির্দেশনা প্রদান ও বাস্তবায়নে সরকারকে সহযোগিতা করবেন।

অত্যন্ত সুন্দর একটি কুচকাওয়াজ, চমৎকার সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান প্রত্যক্ষ করে আমি অত্যন্ত আনন্দিত হয়েছি। আপনাদের এ সকল উপস্থাপনা ও আয়োজনের জন্য আপনাদের সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে আমার বক্তব্য শেষ করছি।

খোদা হাফেজ।

জয় বাংলা জয় বঙ্গবন্ধু

বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

...